দীনেন গুপ্তের

বসন্ত বিলাপ

বসন্ত বিলাপ

সম্পাদনা
রমেশ যোশী

শিল্প নির্দেশনা
সূর্য চট্টোপাধ্যায়

শব্দগ্রহণ
জে. ডি. ইরাণী

সংগীত গ্রহণ
শ্যামসুন্দর ঘোষ

শব্দপুনর্যোজনা
জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়

গীত রচনা
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপসজ্জা
মনতোষ রায়

অপর্ণা সেনের কেশসজ্জা
মিস্ শান্তা খান

ব্যবস্থাপনা
সুধীর রায়

কোষাধ্যক্ষ
বিনয় ঘোষ

স্থিরচিত্র
ষ্টুডিও বলাকা

পরিচয় লিখন
রতন বরাট

অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ
ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও

বহির্দৃশ্য গ্রহণ
মেদিনীপুর

গৌরী মুখোপাধ্যায় ও
অজিত রায়ের তত্ত্বাবধানে
ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে
পরিস্ফুটিত

প্রধান সহকারী পরিচালক
সুজিত গুহ

প্রধান সহকারী চিত্রগ্রহণ
বেনু সেন

প্রধান সহকারী সম্পাদনা
রমেন ঘোষ

কণ্ঠ সংগীত

মান্না দে
আরতি মুখোপাধ্যায়
সুজাতা মুখোপাধ্যায়
রবি ঘোষ

সহকারিবৃন্দ

পরিচালনা
তপন চট্টোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহণ
কান্তি তিওয়ারী
দশরথ বিশাল, নিশামণি

সম্পাদনা
উজ্জ্বল নন্দী

শিল্প নির্দেশনা
অনিল পাইন

রূপসজ্জা
পাঁচু দাস

শব্দগ্রহণ
সিদ্ধি নাগ

সংগীত
পরিমল দাশগুপ্ত
ওয়াই. এস. মুলকী

সংগীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা
তোলানাথ সরকার
গোপাল ঘোষ

সাজসজ্জা
সরযূলাল

ব্যবস্থাপনা
খোকন দাস

পরিস্ফুটনে
শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন সরকার
চণ্ডীচরণ শীল, পীতাম্বর দাস

আলোক সম্পাত
হেমন্ত দাস, সুখরঞ্জন দত্ত
বিনয় ঘোষ, মনোরঞ্জন দত্ত, দেবেন দাস
মগরু, নারায়ণ চক্রবর্তী

ভূমিকায়

অপর্ণা সেন
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
রবি ঘোষ
কাজল গুপ্ত
অনুপকুমার
সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়
চিন্ময় রায়
শিবানী বোস
অমরনাথ মুখোপাধ্যায়
কণিকা মজুমদার
তরুণকুমার
হরিধন মুখোপাধ্যায়
বঙ্কিম ঘোষ
শ্যাম লাহা
প্রলয় দত্ত
তপন চট্টোপাধ্যায়
সূর্য চট্টোপাধ্যায়
হাসি মজুমদার
দীপক গাঙ্গুলী
ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়
নীহাররঞ্জন চক্রবর্তী
মাণিক ভট্টাচার্য
ফকির, শচীন বোস
সমীর মজুমদার
আশু সেনগুপ্ত
গীতা দে
পদ্মা দেবী
মঞ্জু বোস
তনুশ্রী বোস
মঞ্জুশ্রী বোস

প্রচার পরিকল্পনা
বিদ্যুত্ চক্রবর্তী

বসন্ত বিলাস

সোনালী প্রোডাকসন্সের
নিবেদন

চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা

দীনেন গুপ্ত

সংগীত ॥ সুধীন দাশগুপ্ত
কাহিনী ॥ বিমল কর
চিত্রনাট্য ॥ শেখর চট্টোপাধ্যায়
পরিবেশনা ॥ পিয়ালী পিক্‌চার্স

বসন্ত বিলাপ

গল্প

"বসন্ত বিলাপ"—মফস্বল সহরে মেয়েদের একটি বোর্ডিং হাউস। বোর্ডাররা প্রায় সবাই তরুণী আর অধিকাংশই চাকুরে। স্থানীয় তরুণদের সাথে প্রায়ই ঠোকাঠুকি লাগে ওদের।

অনুরাধা জেদী, বেপরোয়া। সে "বসন্ত বিলাপ"-এর নেত্রী।

সব মেয়েই ওকে মানে। .....বিপক্ষ দলের নেতা শ্যাম। শ্যাম শিক্ষিত এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। তার দলে আছে লালু, গুপ্ত, সিধু।

ঘাঁটি ওদের লালুদের বৈঠকখানায়।

লালুর বৌদির অজস্র স্নেহ এরা পায়। একদিন রেলষ্টেশনে শ্যামকে অনুরাধা অপমান করলো। তাই শুনে শ্যামের দল ভীষণ উত্তেজিত।

বসন্ত বিলাপ

গল্প

ফন্দী আঁটলো মেয়েদের জব্দ করার। রাতারাতি "বসন্ত বিলাপ"-এর চার দেয়ালে মেয়েদের নামে ছড়া লেখা পোষ্টার ছেয়ে গেলো। .....তখনও বাকি।

ছেলেরা খবরের কাগজে ছেপে দিল—"বসন্ত বিলাপ"-এ

বিবাহযোগ্যা পাত্রী পাওয়া যায়। ব্যস্! ভোর থেকেই ঘটকদের অত্যাচারে

মেয়েদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা।

শ্যামও ঘটক সেজে এলো, ছদ্মবেশে। কিন্তু ধরা পড়ে গেলো মেয়েদের হাতে।

সেই সঙ্গে নাকালের একশেষ। .....অবশেষে লালুর বৌদির মধ্যস্থতা।

যে যার সাথী বেছে নেয়। .....কিন্তু শ্যাম আর অনুরাধা ???

বসন্ত বিলাপ

গান

গান ॥ এক

এক চড়েতেই ঠাণ্ডা
ধেড়ে খোকাদের পাণ্ডা
দিতাম যদি ভাই আরেক চাঁটি
ছিট্‌কে যেতো সব দাঁতকপাটি
কাঁদতো বসে সে ভেউ ভেউ ভেউ ভেউ ভেউ ভেউ
খেলে ডাণ্ডা।
শোনরে মেয়ে বলছি তোদের
করিস্‌না কেউ ভয়টা ওদের,
নরম হলেই গরম ওরা পেয়েই বসে
ধোলাই দিলেই জব্দ সবাই
হোকনা সে যতই ষণ্ডা।
আগুন নিয়ে খেলতে এসে
পোড়ালো মুখ নিজেই শেষে,
হাজার হাজার সর্ষেফুল চোখে দেখে
মুখটি করে বাংলার পাঁচ
আঃ, হেঁচকি তোলে ক'গণ্ডা।

হা হা এক চড়েতেই ঠাণ্ডা
ধেড়ে খোকাদের পাণ্ডা।

গান ॥ দুই

ও শ্যাম যখন তখন
খেলোনা খেলা অমন,
ধরলে আজ তোমায় ছাড়বোনা
না-না-না ধরলে আজ তোমায় ছাড়বোনা।
দুহাতে মনের সুখে
মাখাবো আবীর মুখে,
আজকে এই খেলাতে হারবোনা
ধরলে আজ তোমায় ছাড়বোনা।
করোনা আর সেই চাতুরী
ভেঙ্গে দেবো জারিজুরি,
লোকেদের মন্দ কথার ধার ধারবোনা
ধরলে আজ তোমায় ছাড়বোনা।
বারে বারে ফাঁকি দিয়ে
জিতে তুমি যাও পালিয়ে—
এ খেলা মানতে তোমার আর পারবোনা
হ্যাঁ, ধরলে আজ তোমায় ছাড়বোনা।

গান ॥ তিন

আগুন, আগুন—আগুন—আগুন—
লেগেছে লেগেছে লেগেছে লেগেছে
লেগেছে লেগেছে আগুন।

বসন্ত বিলাপ

গান

তুম্ তানা—নানা না-না
আয় তোরা দেখে যানা,
জলছে জলছে দেখ
সব পরীদের ডানা।
প্রচণ্ড তাপ, কি কাণ্ড বাপ, কি কাণ্ড বাপ,
জলে পুড়ে যা—
যা—
জলে পুড়ে যা—
দাউ দাউ দাউ জলে দুরন্ত বহ্নি
ঘটকের জ্বালায় যে জলছেন তহ্নী।
জলদে, জলদে, ওরে জলদে, জলদে
দমকল, দমকল যতই চেঁচাওনা
দুচোখের জলকল যত খুলে দাওনা,
ওগো রূপসী রম্ভা উর্বসী
কর যা খুসী কিছুতেই নিভ্‌বেনা—না—না না না
জলে পুড়ে যা, যা, জলে পুড়ে যা।
নবনীতা—মাথামোটা, পার্বতী—মেদবতী
আলোরীণা—ছিরিহীনা, মালবিকা—শুয়োপোকা,
না দের দের দুম তানা—ওরে তাল কানা
চোখ তুলে চানা—দেখ ভেল্কিখানা,
ধাধা ধা ধাধা ধাধা ধা,
অনুরাধা—বোকাহাঁদা, জলে পুড়ে যা।

গান ॥ চার

আমি মিস্ ক্যালকাটা চাইনা দিতে টিপ্‌স্
এখনো তো কেউ জানে না আমার স্টাটিস্‌টিক্‌স্,
আমি মিস্ ক্যালকাটা নাইনটিন সেভেনটি সিক্‌স্।
আমি হরিয়ানা থেকে মেলে ডানা
হয়ে চণ্ডীগড়ের রাণী,
উড়ে এসে জুড়ে বসি—খেতে বড় ভালবাসি
বাংলাদেশের পানী।
ইত্‌লী, ধোসা, সম্বরম্,
রান্নাতে আমি উত্তমম্
আমায় যে দেখেছে, সে-ই বলে—ফেঁসেছি,
আমি পাটনাকে কানা করে এসেছি।
যদি কেউ সাধু সেজে হয় আসলে ভণ্ড, নকল,
আমরা সবাই যে তার মুণ্ড নিয়ে খেলবো ফুটবল।
ভালবেসে সকলে—রেখে দিয়ে দখলে
দেবো কুচুপোড়া।
আমি মিস্ ক্যালকাটা চাইনা দিতে টিপ্‌স্
এখনো তো কেউ জানেনা আছে কত ট্রিক্‌স্,
আমি মিস্ ক্যালকাটা নাইনটিন সেভেনটি সিক্‌স্।

সোনালী প্রোডাকসন্সের নিবেদন

সৈয়দ মুস্তবা সিরাজের

কাহিনী অবলম্বনে

দীনেন গুপ্তের ছবি!

সংগীত।

সুধীন দাশগুপ্ত

চিত্রনাট্য।

শেখর চট্টোপাধ্যায়

ডিডি প্রিণ্টার্স, কলিকাতা ছয় থেকে ছাপা